দৈনিক সংবাদ 357

তারিখ ...MAY 20 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সমীপে

সরকার সবার জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে সেই লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করে থাকে। দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার সরকার বহন করে। সে জন্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনও কম। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম থাকার কারণে কম বেতনে পড়ার সুযোগ দেশের সিংহভাগ ভবিষ্যৎ নাগরিক পায় না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বেতনের ৮০% (শুনেছি ভবিষ্যতে ১০০% হবে) এবং শিক্ষার উপকরণাদি ও উন্নয়নের জন্যও টাকা দিয়ে থাকেন। তাতেও উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ক্ষুধা মেটে না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন প্রতিষ্ঠান ভেদে এত বেশি যে, অভিভাবকদের তা দিতে হিমসিম খেতে হয়। সরকার কর্তৃক শিক্ষক বেতনের ৮০% দেয়া হয় বাকি ২০% নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দেয়। শিক্ষার্থীদের দেয় বেতনের মধ্যে সমতা থাকা দরকার। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন যদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারে তাহলে শিক্ষক বেতনের ৮০% ভগগ দেবার পরও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবেতন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে অসুবিধা কোথায়? তাই আপনার কাছে প্রথম আবেদন বাংলাদেশের বিশেষত রাজধানীর সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন যুক্তিসঙ্গত অংকে নির্ধারণ করে অভিভাবকদের আর্থিক দুর্গতি লাঘবে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং সকল বেসরকারি শিক্ষক যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সমান সুযোগ পেতে পারেন সেদিকে খেয়াল করবেন। সরকারি ও বেসরকারি (স্কুল ভেদে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনে এত বৈষম্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয় আবেদন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকগণ যাতে শ্রেণীকক্ষে আন্তরিকতার সঙ্গে সঠিকভাবে পাঠদান করেন এবং ছাত্রদের যাতে কোচিং সেন্টার কিংবা গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভর করতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। ২রা ফেব্রুয়ারি "জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ" উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন "স্কুল কলেজে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না বলেই সর্বস্তরে শিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে গেছে। এক কথায় আমাদের লেখাপড়ার মানের প্রকৃত চিত্রই ফুটে উঠেছে। সত্যি বলতে কি অধিকাংশ শিক্ষকই শ্রেণী কক্ষে যথাযথ পাঠদান করেন না বরং প্রকারান্তরে প্রাইভেট পড়ার ইঙ্গিত দেন। প্রাইভেট পড়বার এবং পড়াবার রোগ এখন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে আজকাল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য শিশুকে কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট টিউটরের কাছে তালিম নিতে হয়। যে স্তরে শিক্ষার ভিত মজবুত হলে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে শিক্ষা জীবন অতিক্রম করতে পারে সেই স্তরেই ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের অবহেলার শিকার হয় একমাত্র প্রাইভেট পড়ার জন্য। যে শিক্ষক প্রাইভেট পড়ালে ছাত্র উপকৃত হয় সেই শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে সঠিক পাঠদান করে কেন ছাত্রদের উপকৃত করবেন না? অভিভাবকতো মাসে মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন যথাসময়েই দিয়ে থাকেন। এই দুর্মুল্যের বাজারে পরিবার পরিজন নিয়ে যেখানে খেয়ে বাঁচা দায় সেখানে প্রাইভেট শিক্ষকের জন্য খরচ করার ক্ষমতা কয়জনের আছে? বাধ্য হয়ে কি তখন অন্য পথ ধরতে হবে না?

অনন্যা জ্যোতি
রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।